OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 738 - 745
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র সৃষ্টিতে ইসলাম

শাহনাজ বেগম
গবেষক
সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID : shahnajbegam510@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
self-criticism, imperfection, confession, complint, islam, rabindra sristi, sufi and vedic.

Abstract

"I am the poet of the world, where as his voice
rises, he will wake up in response to the melody
of my flute – this voice did not reach many calls,
there is a gap."

Rabindranath Tagore's 'Janmdin' poetry book number 10 poem 'Eiktan'. Published in 1941, just four months before his death. The self-criticism and the confession of imperfection of the poet Ashitipar in this poem reminds us of a complaint against Rabindranath – we will try to find the answer in the main article. Also, I will find out where the precious jewel of Islam is hidden in Rabindra's creation.

Discussion

আমাদের স্মৃতি (memory) কোথায় জমা থাকে? মস্তিষ্কের কোনো ছোট্ট কুঠুরিতে (hippocampus)। সেই স্মৃতিরা চেতন স্তরে স্থান পায় (conscious) কিছু আর কিছু স্থান পায় আমাদের অজান্তেই অবচেতনের স্তরে (sub-conscious)। যাত্রা জীবনে অভিজ্ঞতা দান করে— যা নিজস্ব একান্ত ব্যক্তিগত। তারপর তা অন্তরে চিন্তার জগৎকে নাড়া দেয়। যে অবচেতনায় বোধ জন্ম হয় তাই পরবর্তীতে চর্চার জগৎ হয়ে ওঠে। কখনো কখনো তা কয়েক'শ বছর পরও প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়ে যায়। তাই তো রবীন্দ্র চিন্তার চর্চা এখনো চলছে।

Genius ব্যক্তিকে উপলব্ধি (Decode) করতে আমাদের মতো কম বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের এতোদিন সময় লেগেই যাই। তাই তো তাঁরা উদ্বেগ দেখান না নিজের আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁরা কেবল উদ্বেগ দেখান 'চিরসত্য' সমাজের সামনে তুলে ধরতে। তাঁরা কেবল দানই করে যান মহাদানী রূপে, আমরা অবোধ তাই উপলব্ধি করতে পারি না যা তিনি দিয়ে গেলেন তা খুদ নই স্বর্ণ।

আমাদের জীবন গড়ার জন্য আমাদের ছেলেবেলার যে কত গুরুত্ব রয়েছে তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একজনের personality development এ তার childhood experiences, trouma এগুলো impact তৈরি করে – যা personality theory তে আজ প্রমাণিত। শৈশবের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন যে ব্যক্তিত্বের তারতম্য কেবল শৈশবের মেজাজ থেকেই নয়, বরং নির্দিষ্ট

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিভাবকত্বের শৈলীর সংস্পর্শের সাথেও সম্পর্কিত। শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। আমরা যদি প্রশ্ন করি, -

> "Who was the first person to say that childhood experiences affect the adult personality?
> তবে উত্তর পাব, Originating in the work of Sigmund Freud, the psychodynamic perspective emphasizes unconscious psychological processes (for example, wishes and fears of which we're not fully aware), and contends that childhood experiences are crucial in shaping adult personality."[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় একাধারে সৃষ্টি করে গেছেন অপরদিকে তা বোঝানোর দায় পর্যন্ত নিজেই গ্রহণ করেছেন, - 'ছেলেবেলা' (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) ও 'জীবনস্মৃতি' (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবনস্মৃতি লেখার পরও লেখকের মনে হচ্ছে নিজেকে নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়নি, যা তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে গড়ে তুলতে সর্বোপরি ব্যক্তিত্ব তৈরিতে সাহায্য করেছে। সঙ্গে সাহিত্য চর্চার প্রেক্ষাপট জানিয়ে দিচ্ছেন। কখনো চিঠির – 'ছিন্নপত্রাবলী' মধ্যে ধরা থাকছে সেই সৃষ্টির ইতিহাস। বিশেষ করে তাঁর রূপকাশ্রয়ী নাটক রূপে প্রচারিত এবং বিদেশি প্রভাবিত বলে মনে করা নাটক যেমন - 'ডাকঘর' (১৯১২খ্রি.), 'রক্তকরবী' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) গুলোর জন্য Foot Notes দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই ফুট নোটগুলোতে প্রকাশকগণ নিজের কাঁচি চালিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে, 'বলাকা'র গতিবাদ বার্গসঁর সঙ্গে আলোচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে পেয়েছেন। কিন্তু এই এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র তো তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মন' থেকে প্রাপ্তি। বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজ থেকে শেখা। রাজা রামমোহন রায় তো সকল ধর্মের গোঁড়ামি মুক্ত নিরাকার এক ঈশ্বরবাদী সার্বজনীন উপাসনার মাধ্যম হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজ (২০ আগস্ট, ১৮২৮) শুরু করেন। যার বাণী বৈদিক ও কোরয়ানিক বাণীর মিশ্রণ—

" 'একমেবা দ্বিতীয়ম' – এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।
'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' — আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।"[২]

তাহলে আমরা কি দেখছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষপর্বে এসে নিজেই নিজের Re-search করে চলেছেন। যা করতে পারছেন না বলে তাঁর মনে হচ্ছে - সেটার Research gap বলে দিয়েছেন। যাতে পরবর্তী সাহিত্যিক ঠিক ঐ missing link গুলো পূর্ণ করার কথা ভাবেন।

> "মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ তার এই ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন। মনসুরউদ্দীন অভিযোগ করেন যে, তাঁর রচনায় মুসলমান চরিত্র ও সমাজ নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা নেই।"[৩]

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, মুসলমান সমাজকে নিয়ে তিনি কিছু কিছু লিখেছেন। শিলাইদহ প্রভৃতি-স্থানে তিনি কিছুদিন থেকে এসেছেন। সেখানে তিনি মুসলমানদের জানবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্বন্ধের দোষে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেননি।

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"[৪]

কারণ সেখানে তিনি ছিলেন জমিদার এবং তারা ছিল প্রজা, সেজন্য তাদের সঙ্গে নিবিড় রূপে মিশবার সুযোগ তাঁর হয়নি। অথচ মুসলমান সমাজকে নিয়ে লিখতে গেলে ঘনিষ্ঠ ভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। মুসলিম সমাজের লোকাচার, ধর্মীয় যাপনশৈলি, সমাজের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের সংবাদ না জানলে লেখার মধ্যে অপরিস্ফুট আবছা ভাবের আমদানী হবে।

"জীবনে জীবন যেগে করা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে শরৎচন্দ্র যদিও বলেছেন যে মুসলমান সমাজকে নিয়ে তিনি লিখবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সফল হতে পারবেন না।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেন—

> "তোমাদের সমাজ সম্বন্ধে আমি ভালো জানিনা, কাজেই কিছু লেখা সম্ভব নয়। তোমাদের মুসলমান লেখকদের এ সমন্ধে লেখা উচিত।"[৬]

"যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।"[৭]

সমস্যার গাছ দূর থেকে দেখা গেলেও সমস্যার শিকড় কোথায় তা জানতে হলে ঐ সমাজের সঙ্গে হয় বসবাস করতে হবে নইলে ঐ সমাজ থেকেই শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে উঠে আস্তে হবে। কিন্তু সেসময় মুসলিম সমাজ মৌলবাদ (Fundamentalism) ভাবনা চালিত হয়ে ইংরেজি রাজভাষা থেকে দূরে চলে যাওয়ায় মূল স্রোতের বাইরে চলে গেল। চাকুরি পাওয়ার জন্য আগে যেমন রাজভাষা আরবি-ফারসি জানা প্রয়োজন ছিল। ঠিক তেমনি সময়ের সঙ্গে শাসক পরিবর্তন হওয়ায় তার মুখের ভাষা ইংরেজিকে গ্রহণ করলে তবেই চাকুরির উচ্চতর জায়গায় পৌছানো সম্ভব মুসলিমদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই সঙ্গে শিক্ষিত হওয়ার আর নিজ স্বর চিনিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত প্রতিনিধি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন। তার পরেও কি করে তাঁকে শুনতে হয় যে তিনি মুসলিম সমাজের জন্য কিছু ভাবেননি। আকাশের সূর্য তো মুসলিমদের জন্য আলাদা কিছু করেনি, সাহিত্যের সূর্যও (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) যা কিছু করেছেন মানবতার জন্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিমদের তাঁর লেখায় স্থান দেননি কিন্তু এহ বাহ্য। তাঁর মানে এই নয় যে তিনি ইসলাম কে অগ্রাহ্য করেছেন, তিনি সম্মানের সঙ্গেই আত্মস্থ করেছেন কোরআনের আয়াতগুলো। যা আমাদের মুসলিম সমাজের অশিক্ষার অন্ধকারের পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। এরকম নয়তো তিনি লিখেছেন অনেক কিছু কিন্তু আমাদের দেখার চোখ তৈরি হয়নি। যে চোখের প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্র যুগে, কিন্তু মুসলিমদের অশিক্ষার অন্ধকার তা দেখতে অপারগ ছিল। যার জন্য শিক্ষার সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন, ঠিক যেমন ইসলামে সর্বপ্রথম উচ্চারিত শব্দ হল— 'ইকরাহ্' অর্থাৎ পড়ো। একই অর্থের দ্যোতনা শুধু ভাষার পার্থক্য।

আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় নারীরা ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও পদদলিত। নারীকে উটের পরিবর্তে বিক্রি করে দেওয়া হত, কন্যা সন্তান জন্মালে সেই শিশুকে হত্যা করা হত, এক পুরুষের ভোগের জন্য অসংখ্য স্ত্রী, দাসী থাকতো। নারীর সামাজিক মর্যাদা বলে কিছু ছিল না। আজ যে নারীর অধিকার নিয়ে লড়াই করা হচ্ছে, বহু পূর্বে হজরত মহম্মদ (সঃ) নারী মুক্তির জন্য করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ লেখিকার তুর্কি মহিলাদের অবরোধ তথা পর্দা প্রথা ও নিগ্রহের বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ এবং সেই সম্পর্কে জাস্টিস সৈয়দ আমির আলির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিবাদ-নিবন্ধ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়, তারই পরিচয় পাওয়া যায় 'মুসলিম মহিলা' নামক প্রবন্ধে (১৮৯১), যা সাধনা পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ইংরেজ লেখিকা তাঁর প্রবন্ধে মহিলাদের প্রতি তুর্কিদের অবহেলা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজে নারীর দুরবস্থার পরিচয় দেওয়ার জন্য একটি বিচ্ছিন্ন বর্বর ঘটনার উল্লেখ করায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন, 'এরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না।' নারী-শোষণ নিবারণের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে তাই তিনি লিখেছেন, -

> "...য়ুরোপের মধ্যযুগে স্ত্রীলোক সদাসর্বদাই উৎপীড়িত, বলপূর্বক অপহৃত, কারামধ্যে বন্দীকৃত এবং পরমখৃষ্টান য়ুরোপের উপরাজগণের দ্বারা কশাহত হইত। খ্রিস্টানগণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে, জলমগ্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী পরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্যপদবীতে আরোপন করিলেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাদিত করা কাহারও সাধ্যায়ও ছিল না। এই জন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।"[৮]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তিনটি বাণী এখানে উপস্থিত করা হল, যার মূলকথা মানবতার জয়গান। ১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর মির্জা আলি আকবর খাঁ-এর সভাপতিত্বে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'পয়গম্বর দিবস'। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বাণী পাঠান। বাণীটি সেদিন পাঠ করেন সরোজিনী নাইডু। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, -

> "জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুরাগীদের দায়িত্বও তাই বিশাল। ইসলাম পন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্ম বিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায়। আসলে এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুইটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির উপর নির্ভর করে না, সাহিত্য দ্রষ্টাদের বাণী নিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা। সত্য ও শাশ্বতকে যারা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালোবাসার পাত্র। এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালোবেসে এসেছেন।"[৯]

১৯৩৪ সালের ২৫ জুন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি বাণী বেতারে প্রচারিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, -

> "ইসলাম পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে অনুবর্তীগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। ভারতে যে সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে, তাদের পরস্পরের প্রতি সভ্যজাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাবিত করতে হয়, তাহলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তা সম্ভব হবে না, আমাদের নির্ভর করতে হবে- সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্য দূতদের অমর জীবন থেকে চির উৎসারিত। আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে এক যোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।"[১০]

দু'টি বাণীতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইসলামকে পৃথিবীর মহত্তম ধর্মগুলির অন্যতম বলে সম্মান জানিয়েছেন এবং ইসলামের মতাদর্শ অনুযায়ী মুসলমানদের জীবনাচরণ তথা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের মনোভাব ও আচরণকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আহ্বান করেছেন। 'আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে'— এই কথার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় বিবেককেই সতর্ক করে তুলতে চেয়েছেন তিনি, যার উদ্দেশ্য দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতি। তিনি মনে করেছেন, কেবল জাতীয় রাজনৈতিক আবেগের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ় হতে পারে না, এবং এইখানেই সমকালের অন্যান্য চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়কদের থেকে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। তিনি বরাবর বিশ্বাস করেছেন, জাতীয় কল্যাণ সাধনার জন্য আগে দরকার দেশের সকল মানুষের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবদ্ধতা। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিধানে তিনি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শুদ্ধাদর্শের প্রেরণার ভূমিকাও স্বীকার করেছেন। ইসলামে যে পরধর্মসহিষ্ণুতার কথা বলা হয়েছে-হযরত মুহাম্মদ সা. যে তা বারবার বলেছেন, তা নিশ্চয়ই জানতেন রবীন্দ্রনাথ।

এই সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বাণীটি প্রকাশিত হয় নয়াদিল্লির জামা মসজিদ প্রকাশিত 'দ্য পেশওয়া' পত্রিকার পয়গম্বর সংখ্যায়। ১৯৩৬-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা বার্তাটি পাঠান। তৃতীয় বাণীতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, -

> "যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হয়রত মুহাম্মদের উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক যে নতুন, সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিলেন পয়গম্বর হজরত, এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচারণের আদর্শ। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বর প্রদর্শিত পথ যাঁরা অনুসরণ করেছেন, আধুনিক তা ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন এমনভাবে ইতিহাসকে গড়ে তোলেন যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা অটুট থেকে যায়।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি রচনাংশের গুরুত্ব এই যে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মদিনকে উপলক্ষের মধ্য দিয়ে মূলত সামাজিক আবহটিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ভারতীয় মুসলমানদেরকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ইসলাম ধর্মের শেষ নবীর শিক্ষাকে সংহতির মন্ত্রে শীলিত করে নিতে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই জন্মদিবসের বাণীগুলিতে হযরত মুহাম্মদ সা. ও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল না। কিন্তু তবুও অশিক্ষার পর্দা চোখে পড়ার জন্য ভারতীয় মুসলিমরা সেদিনও দেখতে পায়নি, আজও বিভিন্ন আলোচনায় প্রমাণিত করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম মানস নিয়ে কিছু ভাবেননি, বা সাহিত্যে স্থান দেননি। এক্ষেত্রে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন।

আসলে তিনি ইসলামের সূফীবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। সূফীবাদ ইসলামের বাইরের নয়, ইসলামের একপ্রকার রহস্যময় হৃদয়ভিত্তিক ও আত্মোপলব্ধি মূলক মতবাদ। রূহানী প্রশিক্ষণও বলা হয়। ব্যক্তির আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরম সত্তার সন্ধানই এর লক্ষ্য। যেখানে রূহ কি সাফাই/ নিজের অন্তরের পবিত্র করাকেই সূফী বলা হয়। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হল এই দর্শনের মর্মকথা। সুফীবাদ একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সুম্পর্ক স্থাপন হল এই দর্শনের মর্মকথা। মরমি তত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োগ করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সর্ম্পিত করেন, তাঁকে সূফী বলে।

সূফী সাধনায় প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মিলনের সেতুই হল প্রেম। সূফীতত্ত্বের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ্ প্রেমময়। সূফীতত্ত্বে প্রেম ও রহমৎ মূলত একই অনুভূতির দুটি আলাদা নাম। সুফীর জীবনে তাই আল্লাহ্র প্রেমলাভ ও রহমৎ-ই প্রধান কাম্য। এই প্রেমের জন্য সুফীরা আত্মবিসর্জনে উন্মুখ। যে প্রেমের জন্য সুফীরা আত্মত্যাগে প্রস্তুত, সেই প্রেম কি? সত্তা ও গুণের মিলনসূত্র এই প্রেম। আল্লাহ্র সত্তা অসীম, মানুষের সত্তা সীমাবদ্ধ এই অসম দুই সত্তার মিলন সেতু প্রেম। আর তা রবীন্দ্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এই ভাবে-

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"[১২]
(গীতাঞ্জলি, ১২০)

সূফী সাধকরা নানা বাধা পেরিয়ে প্রেমাস্পদের দিকে ছুটে যায়। কোনো বন্ধনই তাকে থামাতে পারে না। বরং বাধা যত বেশি হয় তাঁর প্রেমে গাঢ়তা তত বেশি।

বর্তমানের সূফীরা রস না জেনে তারা রসিক সাজার চেষ্টা করছে। রসিক ভাব অন্তর থেকে জাগ্রত হওয়ার। সূফী কোনো মতবাদ নয়, একটা ভাব। সর্ম্পণ ভাব, যেখানে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সর্ম্পিত হয় কোনো ব্যক্তি তাকেই সূফী বলা হয়। যা অনুকরণ করা যায় না। সর্ম্পিত প্রেম-ভক্তির ভাব। প্রকৃত সূফী সর্বদা আনন্দে মশগুল থাকে। সূফী হতে হলে আনন্দ ভাব, প্রেম ভাব, সর্ম্পণ ভাব প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের মধ্যে সর্ম্পিত ভাব না আসার কারণ আমরা অবরুদ্ধ আমাদের গ্রহনশীলতা কম। দেহটা আমরা বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করে আছি। রব ও বান্দা একই প্রকৃত জাত যেমন কাপড় ও তুলা। তুলা থেকেই সুত কেটে কাপড় তৈরি কিন্তু আলাদা করে তুলার অস্তিত্ব বুঝা যায় না, সেরকম আল্লাহর (সুভানাল্লাহু তায়ালা) নূর থেকেই আমাদের সৃষ্টি। সমস্ত জাগতিক প্রাণীতেই এই নূর আছে। নিজের অন্তরে লুকিয়ে থাকা রবকে খুঁজে পাওয়ার যাত্রা হল – journey inwards. রবীন্দ্র গানে তা এভাবে ঝংকৃত হয়—

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি,
আমার হৃদয় পানে চাই নি।।"[১৩]
--(গীতিমাল্যর – ১১)

কিংবা,

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম।।"[১৪]

সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের একটি পৃথক সম্প্রদায় নয়, বরং এটি ইসলামের একটি ব্যাখ্যা। যা ইসলামের আধ্যাত্মিক সত্তার মূল নির্যাস। যার মুলে রয়েছে নিজের নফ্সের সঙ্গে জুদ্ধ করে জয়ী হওয়া। অহংকার ও গর্ব সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে— 'ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান্ কানা মুখ্তালান্ ফাখূরা (সুরা নিসা, আয়াত ৩৬) — যার অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে ভালবাসেন না।

এই নফ্স বা অহং থেকে মুক্তির জন্য কোরআনে যেমন বহু বার বলা হয়েছে তা বেদেও বর্ণিত হয়েছে। আর সেই বৈদিক ঋষি ও সূফীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।...
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে—
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।...
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হৃদয়পদ্ম দলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"[১৫]
-(গীতাঞ্জলি, ১)

সুফিবাদের ভিত্তিও আল্-কোরআনে রয়েছে। মূলত কোরআনের আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ আয়াত গুলো নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই সূফী ভাব ধারার উৎপত্তি। সূফীবাদের মূল সুর একমাত্র আল্লাহ্। বিশ্বজগৎ আল্লাহ্ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। সকল বস্তুতে তাঁরই মহিমা প্রকাশিত।

নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র/ গুরুর/প্রেমিকের কাছে সমর্পণ করা। তওবা (ভুল কাজের অনুশোচনা), যোহদ (পরিবর্জন), ফকর, জিকর (স্মরণ), মুরাকাবা (ধ্যান), মুহাসাবা (আত্ম সমালোচনা), সবর (স্থির চিত্তে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নেওয়া), শুকর (আল্লাহ্র অফুরন্ত নেয়ামতের স্বীকৃতি), তাওাক্কাল (আল্লাহ্র উপর ভরসা) এর পথ ধরে সূফীর রূহানি সফর শুরু হয়। যেরকম ভাবে রবির হৃদয়ে হঠাৎ রবির কিরণ অন্যদিনের চেয়ে আলাদা ভাবে প্রবেশ করেছিল—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে, এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।।...
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাব বহে যাবে প্রাণ ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, এত প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"[১৬]
(প্রভাত সংগীত, নিরর্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ)

আর প্রভাত সংগীতের মধ্য দিয়ে এক নতুন আলো প্রবেশ করে তাঁর সৃষ্টির সর্ব ক্ষেত্রে।

Reference:

১. Psychodynamic Theory: Freud–Individual and Family...pressbooks.pub
https://iastate.pressbooks.pub› chapter› freuds-psychod...
About featured snippets
২. গনী, ড. ওসমান, 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৭
৩. ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রমোহন, 'রবীন্দ্র-সমীপে', মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৪৪। শেখ আতাউর রহমান তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন। তারই অনুসরণে বিষয়টির অবতারণা করা হল এখানে। 'বাংলা কথাসাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ২৯৬
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৮২৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৮২৫
৬. ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রমোহন, 'রবীন্দ্র-সমীপে', মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৪৪। শেখ আতাউর রহমান তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন। তারই অনুসরণে বিষয়টির অবতারণা করা হল এখানে। 'বাংলা কথাসাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯১,পৃ. ২৯৬
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৮২৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'প্রাচ্য সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, আশ্বিন, পৃ. ৪৫৮
৯. ইসলাম, আমিনুল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. ও রবীন্দ্রনাথের তিনটি বাণী, পুবের কলম,সম্পাদক- আহমদ হাসান ইমরান, সীরাত-উন-নবী সংখ্যা ২০২৩, পৃ. ৫৭
১০. ঐ, পৃ. ৫৭
১১. ঐ, পৃ. ৫৭
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭, পৃ. ১৩৯
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতিমাল্য, বিশ্বভারতী, প্রকাশ ১৯১৪, পৃ. ১১৩
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ২৯৭
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭, পৃ. ১
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত সংগীত, প্রকাশক পাঁচকড়ি মিত্র, ইন্দিয়ান পালিশিং হাউস, কলিকাতা, প্রকাশ ১৩১৮, পৃ.১০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ -

শেখ আতাউর রহমান, 'বাংলা কথাসাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮
ড. ওসমান গনী, 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০০

সহায়ক গ্রন্থ -

কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথাপ্রকাশ,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
সংকলন ও টীকা জাহিরুল হাসান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমান সমগ্র, পূর্বা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬

পত্রিকা -

আহমদ হাসান ইমরান (সম্পাঃ), পুবের কলম, ২০২৩, সীরাত-উন-নবী সংখ্যা